দিল্লি সরকারের জলকর ভরতুকি

অরুণ জেটলি

বিরোধী দলনেতা, রাজ্যসভা

দিল্লিতে কিছু অচিহ্নিত শ্রেণির মানুষকে জলকরে অনির্দিষ্ট পরিমাণ ভরতুকি দেওয়া হচ্ছে। ভরতুকি দিতে গিয়ে সরকার জলকরের হার অথবা ব্যয় কমায়নি। বর্তমান জলকরের হার ও শুল্ক বহাল রাখা হয়েছে। করদাতাদের টাকায় সরকার কিছু শ্রেণির মানুষকে ভরতুকি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। ভরতুকির পরিমাণ যত বাড়বে জলকরের হার ততই বাড়বে। ভরতুকি দিয়ে একটা সরকার স্বল্পমেয়াদি লাভের কথা ভাবতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য ঋণের বোঝা তোলা থাকছে। দুর্বলতর শ্রেণির ক্ষেত্রে এই ভরতুকির অনুৎপাদক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা। বলা হয়েছে, জল-মিটার ব্যবস্থায় যে পরিবার প্রতি ২০ কিলো লিটারের কম জল ব্যবহার করবে তারা এই ভরতুকি পাবে। ভরতুকির ফলে জল সরবরাহ ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়বে। আসল চ্যালেঞ্জ হল, জল সরববাহ ব্যবস্থার বাইরে থাকা মানুষকে এর আওতায় আনা। আর্থিকভাবে দুর্বল ডিজেবি পক্ষে সম্ভব নয়, একমাত্র সক্ষম বোর্ডই সব লোকালয়ে পাইপলাইন ও প্রতিটি বাড়িতে ট্যাপ বসাতে পারে। দিল্লির সবচেয়ে দুর্বলতর শ্রেণিকে ভরতুকির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। দিল্লির দরিদ্রতম মানুষদের জল সরবরাহ প্রকল্পের বাইরে রাখা হয়েছে। পাইপলাইন, ট্যাপ ও মিটার না থাকলে অথবা মিটার বিকল হলে ভরতুকি পাওয়া যাবে না। এনডিএমসি অঞ্চলে, বিশেষ করে কম বেতনের কর্মীদের ও দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট এলাকাকে জলকর ভরতুকির বাইরে রাখা হয়েছে। দুর্বলতর মানুষদের বাদ দিয়ে বাড়িতে মিটার লাগানো কিছু সংখ্যক শ্রেণিকে এর আওতায় আনা হয়েছে।

দিল্লিতে জলের সংযোগ রয়েছে ১৮ লক্ষ। এর মধ্যে সাড়ে আট লক্ষ মিটার চালু রয়েছে। পাঁচ লক্ষ মিটার অকেজো । বাকি ক্ষেত্রে কোনও মিটার নেই। দিল্লির অধিকাংশ ঝুপড়িতে জলের কোনও সংযোগ নেই, তাই তারা বিনামূল্যে জলপ্রকল্পের বাইরে। পানীয়জলের ট্যাঙ্কারই তাদের ভরসা। বেশ কিছু বেআইনিভাবে গজানো কলোনিতে জলের পাইপলাইন নেই, সেখানে বাড়িতেও জলের লাইনের সংযোগ নেই, তাই তারা এই প্রকল্পের বাইরে। বেশিরভাগ কোঅপারেটিভ হাউজিংয়ে ফ্ল্যাট পিছু আলাদা মিটারের বদলে যৌথ জলের মিটার রয়েছে। তাই তারাও এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। দিল্লির কিছু মধ্যবিত্ত মানুষ যারা প্রতিদিন ২০ লিটার অর্থাৎ ৬৬৬ লিটার জল ব্যবহার করবে তারাই এই সুবিধা পাবে। ২০ কিলো লিটারের বেশি ব্যবহার করলেই পুরো জলের ওপর ১০ শতাংশ বাড়তি শুল্ক বসবে। এই ভাবে দিল্লিকে চার শ্রেণিতে ভাগ করা

হয়েছে। প্রথম শ্রেণিতে জলের পাইপলাইন বা ট্যাপ নেই। তারা এই প্রকল্পের বাইরে। আর যাদের মিটার নেই অথবা খারাপ তারাও প্রকল্পে বাইরে এবং তাদের জলকর দিতে হবে। আর যারা ২০ কিলো লিটারের কম জল ব্যবহার করবে তারা এই সুবিধা পাবে। শেষোক্ত শ্রেণি হল যারা ২০ কিলো লিটারের বেশি জল ব্যবহার করবে তাদের ১০ শতাংশ বাড়তি কর দিতে হবে। চার শ্রেণির মধ্যে প্রকল্পের সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণি নেমে হল এক। আর এই শ্রেণি সমাজের দুর্বলতম নয়।